হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৮

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৮জন আহত হয়েছে।

আজ শুক্রবার (১৩ ডিসেম্বর) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার হরিশপুর গ্রামের লালন বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

আহতরা হলেন হরিশপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে আলামিন হোসেন (৩২), আশান মন্ডলের ছেলে মন্টু মন্ডল (৪৩), জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর বিশ্বাস (৪৬) ও পার্বতীপুর গ্রামের নুপুর মন্ডলের ছেলে বাপ্পী হোসেন (৩২)।

এদের মধ্যে আফাঙ্গীর বিশ্বাস জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদের অনুসারী এবং অন্যরা সাবেক সাংসদ মসিউর রহমানের ছেলে ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাক বাবুর অনুসারী বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে আলামিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ওই এলাকায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য প্রয়াত মসিউর রহমানের এমপির অনুসারীদের কর্মীসভা চলছিল। সেখানে তাঁর ছেলে ড্যাবের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. ইব্রাহিম রহমান উপস্থিত ছিলেন। একই সময়ে পাশের জটারখালি বাজার এলাকায় সভা চলছিল জেলা বিএনপির সভাপতি ও হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাড. এম এ মজিদের সমর্থক ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীদের। সেখানে দলটির জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন এবং উপজেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. রিয়াজুল ইসলাম রিয়াজ উপস্থিত ছিলেন।

পাশাপাশি দু’পক্ষের সভাকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে সেটি সংঘর্ষে রুপ নেয়। এ সময় উভয়পক্ষ লাঠিসোটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের ৮ জন

আহত হয়। এছাড়া বাবু সমর্থকদের সভাস্থলে চেয়ার ভাঙচুর করা হয়।

ডা. ইব্রাহিম রহমান বাবু অভিযোগ করেন, লালন বাজার এলাকায় তাদের কর্মীসভা চলছিল। তখন সেখানে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায় মজিদ সমর্থকরা। এ সময় তাদের লোকজনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করা হয়। এ সময় তাদের সভাস্থলের মঞ্চ ও চেয়ার ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আফাঙ্গীর হোসেন বলেন, ওই এলাকায় আওয়ামী লীগের লোকজনকে নিয়ে সভা করছিল প্রতিপক্ষরা। এ নিয়ে একটু উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। আমি সেটি সামাল দিতে গেলে তারা আমার ওপর আক্রমণ করে।

হরিণাকুণ্ডু হাসপাতালের চিকিৎসক তরিকুল ইসলাম জানান, আহত ৪ জনের মধ্যে দু’জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে ঢাকা রেফার করা হয়েছে। তার মাথার পিছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে। বাকি দু’জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এসময় কয়েকজন পুলিশও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ রউফ খান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে আমি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিই। তবে সেখানে বড় ধরণের কোনো ঘটনা ঘটেনি। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ঈশিতা আক্তারকে মোবাইলে কল করা হলে তিনি সেটি রিসিভ করেননি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির নতুন কমিটি: মিল্টন আহবায়ক, কামরুল

সদস্য সচিব

জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে আহবায়ক ও অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলামকে সদস্য সচিব করে মেহেরপুর জেলা বিএনপির ৭ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটি অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় বিএনপি।

আজ শুক্রবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভি স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- যুগ্ম আহবায়ক পদে জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ এবং সদস্য পদে জেলা বিএনপির সদ্য সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সদ্য সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নাম অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি আরও জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সঙ্গে মাগুরা জেলা বিএনপি ও খুলনা জেলা বিএনপির নতুন কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে বিএনপির আনন্দ মিছিল ও সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান খালাস পাওয়ায় আনন্দ মিছিল করেছেন গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আজ রোববার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি গাংনী উপজেলা শহরের প্রধান সড়ক বেয়ে হাসপাতাল মোড়

ঘুরে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড চত্ত্বরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, গ্রেনেড হামলাসহ একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতকে ব্যবহার করে জিয়া পরিবার ও বিএনপিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা। বর্তমানে আদালত ন্যায় বিচার করার ফলে ফ্যাসিস্টদের দায়ের করা মিথ্যা মামলাগুলো থেকে খালাস পাচ্ছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আগামী ৭ দিনের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান বিএনপির এই নেতা।

এসময় গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, সাবেক পৌর কমিশনার ও উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, গাংনী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও বিএনপি নেতা নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন আহমেদ বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম কালাম, বিএনপি নেতা আব্দুল গাফফার, সাইফুল ইসলাম, কাজলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিএনপির গনজমায়েত ও আলোচনা সভায়–আমিরুল ইসলাম

মুজিবনগর উপজেলায় বর্তমানে কিছু কাগজে নেতা আছে। যারা বিএনপিকে ধংস করতে চায়। তারা চার দেওয়ালে মধ্যে বসে কমিটি করে তারা হল কাগজে নেতা। তারা আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের খুশি করতে চায়। তারা তাদের সাথে সমঝোতা করে চলতে চায়। তারা মনে করে হয়তো ২০ বছর পরেও হলেও আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসবে।

আমি আপনাদের বলতে চায় আপনাদের জীবন দশায় আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় দেখতে পাবেন না। তাই কাগজে নেতা বাদ দিয়ে জনগনের কাছে মাপ চান। আর বলেন আমরা আজ থেকে কাগজে নেতা হতে চায় না। কাগজে নেতা বাদ দিয়ে জনগনের সাথে এক কাতারে থেকে জনগনের নেতা হতে চাই।

আপনারা যদি শহীদদের জিয়ার আদর্শে গড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। আপনাদেরকেও ছাড় দেয়া হবে না। তাই আপনাদের বলতে চাই ভালো হয়ে যান জনগণের পাশে দাঁড়ান আগামী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলকে ভোটে জিতিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে দেশ গড়ায় অংশগ্রহণ করেন। না হলে আপনাদের পরিনীতি খুবই খারাপ হবে।

আজ শুক্রবার (২২নভেম্বর) বিকালে মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস ৭ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, সরকার বিরোধী সকল অপশক্তি এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অঙ্গীকার তার প্রেক্ষিতে বিএনপির গন জমায়েত ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

গন জমায়েত ও আলোচনা সভায় বিএনপির প্রবীন নেতা বদরউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী।

বক্তব্য রাখেন, ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাজেদুর রহমান সাজেদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা সাদী মাষ্টার, বিএনপি নেতা বায়োজিদ মাষ্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশিদ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ইস্রাফিল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা জাসসের সভাপতি জুলফিকার খান হেলাল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম সাবু,মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব আজিজুর রহমান (আফিরুল)।

এ সময় আনন্দবাস ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির বিপুল সংখ্যাক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আব্দুর রহমান আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ—সভাপতি ও মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান (৭৪) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)।

আজ সোমবার (১১ নভেম্বর) ভোর ৪টার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, আত্মীয় স্বজন, রাজনৈতিক সহকর্মী, বন্ধুসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রয়েছেন।

আরও পড়ুন গাংনীতে সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রশিদের স্বরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদরোগসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। তিনি চিকিৎসকের আওতায় ওষধপথ্য সেবন করতেন।

আব্দুর রহমান শুরু থেকেই বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত। মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক এমপি আহমেদ আলীর হাত ধরে তিনি বিএনপির রাজনীতিতে আসেন।

তৎকালিন এরশাদ সরকারের আমলে (১৯৮৮ সালে) বিপুল ভোটের ব্যবধানে মেহেরপুর পৌর সভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

তিনি বিএনপির বিভিন্ন পদে অধিষ্ট ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ—সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

বিএনপির জৈষ্ঠ নেতা আব্দুর রহমানের মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সাধারণ

সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও সমাবেশ

ঢাকার জিরো পয়েন্টে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি করার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। দলটির ফেসবুক পেজে প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

পতিত স্বৈরাচারী সরকারের এই ঘোষণার পর ফুঁসে উঠছে গাংনীর বিএনপি।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাহারবাটি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে আজ রোববার সকালে উপজেলা শহরে লাঠিশোঠা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

সকাল সাড়ে ৬ টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, গাংনী উপজেলা ওলামা দলের সভাপতি ও ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইনামুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকু, ১ নং বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল গনি প্রমুখ।

আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, পতিত স্বৈরাচার সরকারের সন্ত্রাসীরা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সেনাবাহিনীর সদর দফতর জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য কর্মসূচি দিয়েছে। বিএনপির নেতাকর্মী আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সেই কর্মসূচির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে। আমরা মাঠে আছি সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে। স্বৈরাচারীদের প্রেত্মাত্বারা কোনো কর্মসূচি নিলে জাতীয়তাবাদী দল তাঁদের প্রতিহত করবে। আজ রবিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মশাল মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।

দামুড়হুদায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

দামুড়হুদা কাঁঠাল তলায় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন যুবদল, সেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের আয়োজনে ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস উপলক্ষে
র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু করে কাঁঠাল তলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার একই স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে ডুগডুগি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্র দলের পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আজকের এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আজকের এই দিনে ১৯৭৫ সালে সিপাহি জনতার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবের মাধ্যমে কারাবন্দী জিয়াউর রহমান কে মুক্ত করা হয়েছিলো। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করতে হবে, নাহলে আমরা বিজয়ী হতে পারবোনা।

এসময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা

স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তোহফাতুর রিংকু, প্রকাশনা সম্পাদক জুয়েল রানা, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিম আহাম্মদ, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান পাপন, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক ডালিম রেজা, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ওয়ায়েস আল আমিন, সহ কোষাধ্যক্ষ শাকিল আহম্মেদ শুভ, জেলা যুবদলের সদস্য অমিত হাসান রবিন, তানভীর সোহেল, জাহাঙ্গীর আলম সুইট, তানভীর আক্তার, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকলাস মুন রায়হান, দপ্তর সম্পাদক সোহেল রানা, বিজ্ঞান ও তথ্য বিষয়ক সম্পাদক মেহেদী হাসান সাজু, সহ ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক বাপ্পা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য রাজু আহাম্মেদ, রায়হানুল করিম বাপ্পি, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য খায়রুল ইমতিয়াজ তুষ্ট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদলের সদস্য জসিম, বায়জিদ, বাবু, কাকন, ইয়াসিন আরাফাত, শাকিল হোসেন।

দামুড়হুদা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সাইফুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, যুবদল নেতা মনি, তরিকুল ইসলাম রানা, মাসুদ রানা, সোহাগ হোসেন, তিতাস হোসেন, রুবেল।

উপজেলা যুবদলের সদস্য তরিকুল ইসলাম, সজল, যুবদল নেতা রকিবুল ইসলাম রকিব, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য শাহনাজ বিদ্যুৎ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, রুবেল জান্নাত, আলামিন, সোহাগ, মানিক, লিংকন, মামুন, সালমান, হাসান, রাকিব আলী, আশিক, শরিফুল ইসলাম, ইমন, মামুন, সহিদুল, মিঠুন, জামালসহ স্থানীয় নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল হক।

মেহেরপুরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করেছে মেহেরপুর পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে শহরের কলেজ মোড়ে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না। যারা ষড়যন্ত্র করবে তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে হবে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী ও পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য নেতাকর্মীদের জানান।

সমাবেশের পরে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় থেকে একটি বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এসে শেষ হয়।

এসময় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, হাফিজুর রহমান হাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রুমানা আহমেদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা মহিলা দলের সভাপতি শাহেদাতুন্নেছা নয়ন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিন সহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত

যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ শহরে বৃহস্পতিবার (৭নভেম্বর) দুপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে বর্নাঢ্য র্যালি বের হয়। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন গ্রাম, পাড়া ও মহল্লা থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে শহরের

উজির আলী স্কুল মাঠে নেতাকর্মীরা জড়ো হয়। দুপুর নাগাদ বিশাল মাঠটি নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মহাসমাবেশে পরণিত হয়।

র্যালি বের হওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, জাহিদুজ্জামান মনা, এ্যাড, মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, আলমগীর হোসেন, সাজেদুর রহমান পাপপু, যুবদল নেতা আহসান হাবিব রণক, আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, ছাত্রদল নেতা সোমেনুজ্জামান সমেন, মুশফিকুর রহমান মানিক ও মহিলাদল নেত্রী কামরুন্নাহার লিজি।

সমাবেশে প্রধান অতিথি এ্যাড এম এ মজিদ বলেন, ৫ আগস্ট দেশের ছাত্র-জনতার তাজা প্রাণ ও রক্তের বিনিময় দেশকে সাড়ে ১৫ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছে এবং দেশের সামরিক বাহিনী ছাত্র-জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা এমনি এক সময় ৭ নভেম্বর পালন করতে যাচ্ছি যখন জাতি নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং দেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবিলায় ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সকল মুক্তিকামী জনতা রাজপথে নেমেছিল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মেজর জে. খালেদ মোশাররফ পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন আমাদের দেশপ্রেমিক সিপাহী ও জনতা ঐক্যবদ্ধভাবে ৭ নভেম্বর রাজপথে নেমে খালেদ মোশাররফের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত প্রতিহত করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে হেফাজত করেছিল।

তিনি বলেন, জাতিকে আবার ফ্যাসিবাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য নানামুখি চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জাতি আবার ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ফ্যাসিবাদীরা পুনরায় ফিরে আসলে জাতি এক মহাসঙ্কটে নিপতিত হবে। এ অবস্থায় জাতিকে রক্ষা করার জন্য ৭ই নভেম্বরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল-মত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সমাবেশ শেষে এক বর্নাঢ্য র্যালী ঝিনাইদহ শহর প্রদক্ষিন করে। র্যালিটি শহর ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়।

এদিকে দিবসটি পালনে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলায় র্যালি, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলসহ বিস্তারিত কর্মসুচি গ্রহন করা হয়।

গাংনীতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) বিকালে গাংনী বাসস্ট্যান্ড শহীদ আবু সাঈদ চত্ত্বরে বেলুন ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে দলের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

পরে আয়োজিত গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান রেজাউল হক।

গণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সুর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল হক, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপল বিশ্বাস, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের গুলি ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।